গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা স্থাপন, স্বীকৃতি, পরিচালনা, জনবল কাঠামো এবং বেতন-ভাতাদি/অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৪

(নভেম্বর, ২০২৪ সালে প্রণীত)

১। **ইবতেদায়ী মাদ্রাসা স্থাপন বিষয়ক নীতিমালা:** মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা স্থাপন, স্বীকৃতি, পরিচালনা, জনবল কাঠামো, বেতন-ভাতাদি/অনুদান এবং এতদসংক্রান্ত পদ্ধতি যুগোপযোগীকরণের জন্য এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

২। **শিরোনাম:** এ নীতিমালা **"স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা স্থাপন, স্বীকৃতি, পরিচালনা, জনবল কাঠামো এবং বেতন-ভাতাদি/অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা- ২০২৪"** নামে অভিহিত হবে।

৩। **নীতিমালার প্রয়োগ:** এ নীতিমালা দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৪। **সংজ্ঞা:**

৪.১ প্রতিষ্ঠান (Institute): প্রতিষ্ঠান বলতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পাঠদানের অনুমতি/স্বীকৃতি/অধিভুক্তি প্রাপ্ত মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।

৪.২ এনটিআরসিএ: এনটিআরসিএ বলতে ২০০৫ সালের ১নং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষকে বুঝাবে।

৪.৩ পরিশিষ্ট: নীতিমালার শেষাংশে পরিশিষ্ট (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) হিসেবে সন্নিবেশিত তথ্যকে বুঝাবে, যা নীতিমালার অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪.৪ সরকার: সরকার বলতে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-কে বুঝাবে।

৪.৫ (ক) **পরিচালনা কমিটি:** পরিচালনা কমিটি বলতে প্রযোজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি/ ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি/এডহক কমিটিকে বুঝাবে।

(খ) **নির্বাহী কমিটি**: নির্বাহী কমিটি বলতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) **প্রবিধানমালা-২০০৯ এর প্রবিধান ৪৮ এর বিধান** অনুযায়ী গঠিত কমিটিকে বুঝাবে।

৪.৬ অধিদপ্তর: অধিদপ্তর বলতে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরকে বুঝাবে।

৪.৭ জনবল কাঠামো: জনবল কাঠামো বলতে পরিশিষ্ট (ঙ)-এ নির্ধারিত জনবলের পদবি ও পদসংখ্যাকে বুঝাবে।

৪.৮ অনুদান: প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাময়িক সহায়তা।

৪.৯ অভিভাবক: কোনো স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত (অ) কোনো শিক্ষার্থীর পিতা অথবা মাতা, (আ) কোনো শিক্ষার্থীর পিতা ও মাতা কেউ জীবিত না থাকলে তার তত্ত্বধানকারী অন্য কোনো ব্যক্তি

৪.১০ স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা: উচ্চতর শিক্ষা পতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত নয় বরং স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত এমন ইসলামি শিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা যেখানে প্রাক প্রাথমিক শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী এবং পর্যায়ক্রমে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান পরিচালিত হবে।

৪.১১ প্রতিষ্ঠান প্রধান: স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ইবতেদায়ী প্রধানকে বুঝাবে।

৪.১২ আপীল এ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটি: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আপীল এ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটি আপীল এ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটিকে বুঝাবে।

৪.১৩ সিটি কর্পোরেশন: স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত সিটি কর্পোরেশন এলাকাকে বুঝাবে।

৪.১৪ পৌর এলাকা: স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত পৌর এলাকাকে বুঝাবে।

৪.১৫ শহর এলাকা: শহর এলাকা বলতে সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদরের পৌরসভাকে বুঝাবে।

৪.১৬ মফস্বল: মফস্বল বলতে সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদরের পৌর এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকাকে বুঝাবে।

৪.১৭ ইনক্রিমেন্ট: জাতীয় বেতনস্কেলের নির্ধারিত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির হারকে বুঝাবে।

৪.১৮ স্বীকৃতি: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদানকে বুঝাবে।

৪.১৯ অধিভুক্তি: অধিভুক্তি বলতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া/ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কর্তৃক কোনো প্রতিষ্ঠানকে অধিভুক্তিকরণ বুঝাবে।

৪.২০ জিএফআর: জিএফআর বলতে জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলসকে বুঝাবে।

৪.২১ ই.এফ.টি: ই.এফ.টি বলতে ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার এর মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনভাতাদি প্রদান বুঝাবে।

৪.২২ বেতন স্কেল: বেতন স্কেল বলতে জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় বেতন স্কেল বুঝাবে।

৫। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা স্থাপনের আবেদন:

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে মাদ্রাসার নামে রেজিস্ট্রিকৃত জমির দলিলের সত্যায়িত কপি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করতে হবে।

৬। নিকটতম মাদ্রাসার দূরত্ব:

পূর্বে স্থাপিত একটি ইবতেদায়ী মাদ্রাসা হতে নতুন মাদ্রাসার দূরত্ব হবে:

ক্রমিক নং	এলাকার ধরন	দূরত্ব
০১	মহানগর এলাকায়	১ কিলোমিটার
০২	শহর/পৌর এলাকায়	১.৫ কিলোমিটার
০৩	মফস্বল এলাকায়	২ কিলোমিটার

৭। জমির পরিমাণ:

ক. মাদ্রাসার নামে ন্যূনতম অখন্ড জমির পরিমান:

ক্রমিক নং	এলাকার ধরন	জমির পরিমান
০১	মফস্বল এলাকায়	০.২৫ একর
০২	শহর/পৌর এলাকায়	০.১৫ একর
০৩	মহানগর এলাকায়	০.১০ একর

খ. মাদ্রাসার নামে রেজিস্ট্রিকৃত জমির নামজারি ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের হাল নাগাদ দাখিলা থাকতে হবে

৮। শিক্ষার্থীর সংখ্যা:

ক. মহানগর/পৌর/শহর এলাকা- ন্যূনতম ১৫০ জন (প্রতি শ্রেণিতে ন্যূনতম ২০ জন)

খ. মফস্বল এলাকা- ন্যূনতম ১৫০ জন (প্রতি শ্রেণিতে ন্যূনতম ২০ জন)

গ. দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন এলাকার জন্য শিথিলযোগ্য

ঘ. ইবতেদায়ী বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতিশ্রেণীতে মহানগর/পৌর/শহর এলাকায় ন্যূনতম ২০ জন, গ্রাম এলাকায় ন্যূনতম ২০ জন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। মহানগর/পৌর/শহর এলাকায় ন্যূনতম ১৫ জন ও মফস্বল এলাকায় ন্যূনতম ১৫ জন পরীক্ষার্থীকে পাশ করতে হবে (দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন এলাকার জন্য শিথিলযোগ্য) ।

৯। **মাদ্রাসার ভবন/গৃহ:**

ক. মাদ্রাসার নামে রেজিষ্ট্রিকৃত জমির উপর নির্মিত ন্যূনতম টিনের বেড়াসহ টিনসেট গৃহ থাকতে হবে।

খ. মহানগর/পৌর/শহর এলাকা-ন্যূনতম ২০০০ বর্গফুট এবং মফস্বল এলাকা-ন্যূনতম ১৫০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট স্থাপনা ও শ্রেণী কক্ষ এবং শিক্ষকদের জন্য ন্যূনতম ১৫০ বর্গফুট আয়তনের কক্ষ থাকতে হবে।

গ. শিক্ষকদের বসার জন্য ন্যূনতম ১ টি কক্ষ এবং ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য কমপক্ষে ৫টি শ্রেণি কক্ষ থাকতে হবে।

ঘ. শিক্ষার্থী অনুপাতে পর্যাপ্ত সিট/বেঞ্চ/ হাই বেঞ্চ থাকতে হবে।

ঙ. ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য পৃথক মান সম্পন্ন টয়লেট/শৌচাগার, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

চ. বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় আনতে হবে।

ছ. ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত খেলার মাঠ থাকতে হবে।

জ. শিক্ষার সহজ মাধ্যম হিসেবে পাঠাগার থাকতে হবে।

ঝ. প্রতিবন্ধীদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

১০। **জনবল কাঠামো ও শিক্ষাগত যোগ্যতা :**

(ক)স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারীর জনবল কাঠামো নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	পদবি	পদ সংখ্যা
১	ইবতেদায়ি প্রধান	১
২	ইবতেদায়ি শিক্ষক	২
৩	ইবতেদায়ি মৌলভী	১
৪	ইবতেদায়ি ক্বারী	১
৫	অফিস সহায়ক	১

(খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিশিষ্ট (ঙ) তে বর্ণনা করা হয়েছে।

১১। তহবিল:

মাদ্রাসার নামে সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা যে কোন তফসিলি ব্যাংকের স্থায়ী আমানতের ব্যাংক সনদ/ এফডিআর মূল/সত্যায়িত কপি ও হাল সময়ের ব্যাংক প্রত্যয়নপত্র এবং সাধারণ তহবিল হিসেবে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) মাত্র টাকা ব্যাংক হিসেবে জমা স্থিতির হালনাগাদ প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

১২। মাদ্রাসার নামকরণ:

গ্রামের/এলাকার/স্থানীয় নামে অথবা সরকারের অনুমোদনক্রমে মহান ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তির নামে মাদ্রাসার নামকরণ করা যাবে। কোন ব্যক্তির নামে নামকরণের ক্ষেত্রে মাদ্রাসার তহবিলে মফস্বল এলাকায় ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পৌর/শহর এলাকায় ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা এবং মহানগর এলাকার জন্য ১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ) টাকা নগদ জমা করতে হবে এবং নগদ জমার ব্যাংক প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

১৩। **শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি:**

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অনুমোদিত সিলেবাস/পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী পাঠদান করতে হবে এবং সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করতে হবে।

১৪। সহশিক্ষাক্রম কার্যক্রম:

সকল জাতীয় ও ইসলাম ধর্মীয় দিবসসমূহ এবং সরকার নির্ধারিত যে কোন অনুষ্ঠান, কেরাত, হামদ, নাত প্রতিযোগিতা, বার্ষিক ক্রীড়া, খেলাধুলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা, বৃক্ষরোপন, কাব দল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

১৫।মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা:

(ক) প্রত্যেক ইবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য উপজেলা/থানা শিক্ষা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত একটি ম্যানেজিং কমিটি/অর্গানাইজিং কমিটি থাকবে। কমিটির রূপরেখা/প্রক্রিয়া পরিশিষ্ট (ক) সংযুক্ত করা হলো। পরিশিষ্ট (ক) এর আলোকে ম্যানেজিং কমিটি/অর্গানাইজিং কমিটি গঠনের ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে মফস্বল/শহর/পৌর এলাকায় অবস্থিত মাদ্রাসার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং মহানগর এলাকায় অবস্থিত মাদ্রাসার ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। উপজেলা/থানা শিক্ষা কমিটি উক্ত প্রস্তাব পাওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কমিটি অনুমোদন বা অন্য কোন সিদ্ধান্ত প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে। কমিটির মেয়াদ হবে অনুমোদনের তারিখ থেকে ২ (দুই) বছর।

(খ) দায়িত্বপালনে অযোগ্যতা বা গুরুতর অনিয়মের কারণে উপজেলা/থানা শিক্ষা কমিটি যথাযথ তদন্তক্রমে ম্যানেজিং কমিটি/অর্গানাইজিং কমিটি ভেঙ্গে দিতে পারবে। এরুপ ক্ষেত্রে বা নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে নিয়মিত কমিটি গঠনে ব্যর্থ হলে উপজেলা/থানা শিক্ষা কমিটি সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাস সময়কালের জন্য পরিশিষ্ট (খ) অনুযায়ী এডহক কমিটি গঠন করবে।

(গ) ম্যানেজিং কমিটি/অর্গানাইজিং কমিটি /এডহক কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার ৭৫ (পঁচাত্তর) দিন পূর্বে ইবতেদায়ী প্রধান উপজেলা/থানা শিক্ষা কমিটির সভাপতির অনুমোদন নিয়ে নতুন ম্যানেজিং কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করবেন এবং মেয়াদ শেষের ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) দিন পূর্বে কমিটি গঠন সম্পন্ন করে অনুমোদনের জন্য সভাপতির নিকট প্রেরণ করবেন।

১৬। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা অনুমোদন:

সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ইবতেদায়ী মাদ্রাসা পাঠদানের অনুমতি এবং একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদানের দায়িত্ব পালন করবে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা (আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তাসহ) বা স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে তদন্তক্রমে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার পাঠদানের অনুমোদন দেয়া হবে। শর্তপূরণ সাপেক্ষে পাঠদানের অনুমোদনের ০২(দুই) বছর শেষে একাডেমিক স্বীকৃতির আবেদন করা যাবে। একাডেমিক স্বীকৃতি পাওয়ার তিন বছর পর শিক্ষক/কর্মচারিগণের বেতন- ভাতাদি/অনুদান পাওয়ার আবেদন করতে পারবে। পাঠদানের অনুমতির ০৪(চার) বছরের মধ্যে একাডেমিক স্বীকৃতি না পেলে পাঠদানের অনুমতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। একাডেমিক স্বীকৃতি প্রতি ০৫ (পাঁচ) বছর অন্তর নির্ধারিত ফি প্রদান, অনুচ্ছেদ ৬, ৭, ৮ ও ৯ এর শর্তসহ অন্যান্য শর্ত পূরণ হওয়া সাপেক্ষে নবায়ন করা যাবে। কোন শর্তের ব্যত্যয় হলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড তদন্তক্রমে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পাঠদানের অনুমতি ও একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল করতে পারবে।

১৭। শিক্ষক/কর্মচারি নিয়োগ:

(ক) ম্যানেজিং কমিটি/অর্গানাইজিং কমিটির সভাপতি নিয়োগ কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত ইবতেদায়ী প্রধান শিক্ষককে নিয়োগপত্র প্রদান করবেন। ইবতেদায়ী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত অন্যান্য

শিক্ষক/কর্মচারির নিয়োগপত্র প্রদান করবেন। নিয়োগকৃতদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, নিয়োগপত্র, যোগদানপত্র, অভিজ্ঞতার সনদ (যদি থাকে) এর সত্যায়িত কপি, ছবি, এবং তালিকা মাদ্রাসা স্থাপনের আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

(খ) অনুদানপ্রাপ্ত ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শূন্যপদ পর্যায়ক্রমে ০৫ (পাঁচ) বছরে নিয়োগ করা হবে।

(গ) শিক্ষকদের মধ্য কমপক্ষে ০১ (একজন) মহিলা শিক্ষিকা থাকতে হবে।

(ঘ) নিয়োগকৃত শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৮। বেতন-ভাতাদি/অনুদান প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ:

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা একাডেমিক স্বীকৃতি প্রাপ্তির ৩ বছর অতিবাহিত হলে এবং অন্যান্য শর্তাদিপূরণ সাপেক্ষে সরকারের পূর্বানুমোদন নিয়ে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষক কর্মচারিকে বেতন-ভাতাদি/অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবে।

১৯। পাঠদানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি এবং বেতন-ভাতাদি/অনুদান পাওয়ার আবেদন:

ক. শিক্ষক কর্মচারির বেতন-ভাতাদি পাওয়ার জন্য মফস্বল/পৌর/শহর এলাকার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং মহানগর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা অফিসারের এর মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে আবেদন করতে হবে।

খ. পাঠদানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান এবং শিক্ষক/কর্মচারির বেতন-ভাতাদি/অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রনালয় এর অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব (মাদ্রাসা) কে আহবায়ক করে একটি নিম্নরুপভাবে একটি কমিটি থাকবে। কমিটি এ নীতিমালা এবং বাজেট বরাদ্দের আলোকে পাঠদানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান এবং শিক্ষক/কর্মচারির বেতন-ভাতাদি/অনুদান প্রদানের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করবে।

(১) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব (মাদ্রাসা), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় -আহবায়ক

(২) মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর (মনোনীত প্রতিনিধি) -সদস্য

(৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (মনোনীত প্রতিনিধি) -সদস্য

(৪) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, অডিট ও আইন শাখার প্রতিনিধি -সদস্য

(৫) যুগ্ম-সচিব/ উপ-সচিব (মাদ্রাসা), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় -সদস্য-সচিব

গ. সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার পাঠদানের অনুমতি ও একাডেমিক স্বীকৃতি আদেশ জারি করবে এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষক/কর্মচারির বেতন-ভাতাদি/অনুদান প্রদানের আদেশ জারি করবে এবং অর্থ ছাড় করবে।

ঘ. অসত্য তথ্য প্রদান, তথ্য গোপন করা, ভূয়া বা জাল কাগজপত্র দাখিল, প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আবেদনপত্র প্রেরণ করার কারণে বেতন-ভাতাদি'র সরকারি অংশ ছাড়করণে অনিয়মের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান/শিক্ষক-কর্মচারী/প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্ণিং বডি দায়ী থাকবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২০। একাডেমিক স্বীকৃতি, বেতন-ভাতাদি/অনুদান স্থগিত, কর্তন ও বাতিলকরণ:

ক. এ নীতিমালার ৬,৭,৮ ও ৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবশ্যকীয় শর্ত পূরণ না করলে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড যথাযথ তদন্তক্রমে অনুমোদনপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার পাঠদানের অনুমতি/একাডেমিক স্বীকৃতি সাময়িক বা স্থায়ীভাবে স্থগিত/বাতিল করতে পারবে।

খ. এ নীতিমালার ৬,৭,৮ ও ৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবশ্যকীয় শর্ত পূরণ না করলে বা প্রতিষ্ঠানের বেতন-ভাতাদি/অনুদান প্রদানের শর্তভঙ্গ প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার বেতন-ভাতাদি/অনুদান সাময়িক বা স্থায়ীভাবে স্থগিত/বাতিল করতে পারবে।

২১। পাঠদানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি, বেতন-ভাতাদি/অনুদান পুনর্বহাল:

ক. সকল শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন নিয়ে বাতিলকৃত পাঠদানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি, বেতন-ভাতাদি/অনুদান পূনর্বহাল করা যাবে;

খ. স্থগিতকৃত/বাতিলকৃত সময়ের বেতন-ভাতাদি/অনুদানের অংশের কোন বকেয়া প্রদান করা হবে না।

গ. প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী ও ম্যানেজিং কমিটি/অর্গানাইজিং কমিটির মধ্যকার অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে বা তাদের মধ্যে সৃষ্ট মামলার কারণে বেতন-ভাতাদি/অনুদান উত্তোলন সম্ভব না হলে পরবর্তীতে বকেয়া হিসাবে তা উত্তোলন করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এর আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করবে।

২২। ভৌগোলিক দুরত্ব ভিত্তিক ম্যাপিং:

বর্তমানে অনুমোদিত সকল মাদ্রাসার ভৌগোলিক দূরত্বভিত্তিক ম্যাপিং করা হবে। ম্যাপিং অনুযায়ী একই ভৌগোলিক দূরত্বে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলে তা প্রশাসনিকভাবে একিভূত করা হবে (পূর্ববর্তী একাধিক মাদ্রাসার ভবন/কাঠামো একিভূত মাদ্রাসার বিভিন্ন ক্যাম্পাস হিসেবে বিবেচিত হবে) ।

২৩। নীতিমালার কার্যকারিতা:

এ নীতিমালা নিম্নরূপভাবে কার্যকর হবে;

(ক) এ নীতিমালা অন্য কোন নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক হলে সে বিষয়ে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিষ্পত্তি হবে।

এ নীতিমালার কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে গন্য হবে;

(খ) এ নীতিমালা জারির পূর্বে বেতন-ভাতাদি/অনুদান প্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি/অনুদান প্রদান অব্যাহত থাকবে;

(গ) সরকার জনস্বার্থে এ নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারবে;

(ঘ) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের যে কোন সিদ্ধান্ত/পরিপত্র এ নীতিমালার অংশ হিসেবে গণ্য হবে;

(ঙ) এ নীতিমালা কোন স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার বেতন-ভাতা/অনুদানের সরকারি অংশ পাওয়া নিশ্চিত করেনা;

(চ) এ নীতিমালা জারীর দিন হতে কার্যকর হবে;

(ছ) এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার প্রাক্কালে কোন কার্যক্রম চলমান থাকলে তা যথারীতি পূর্বের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করা হবে।

২৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত:**

এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার পূর্বে এ নীতিমালায় উল্লিখিত বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন দপ্তর/সংস্থা হতে জারিকৃত এতদসংক্রান্ত সকল আদেশ ও নির্দেশনার সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ বাতিল বলে গন্য হবে।

(.....)

সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

বিতরণ:

১। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়/মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন)/কারিগরি/মাদ্রাসা), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, সচিবালয়, ঢাকা।

৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ।

৪। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/মাদ্রাসা/কারিগরি), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

৬। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৭। মহাপরিচালক, কারিগরি অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

৮। প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

৯। চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ), ঢাকা।

১০। পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), ঢাকা।

১১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

১২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, আগারগাও, ঢাকা।

১৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এন, সি, টি, বি), মতিঝিল, ঢাকা।

১৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী বাংক/অগ্রনী ব্যাংক/ জনতা ব্যাংক/রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।

১৫। জেলা প্রশাসক---------- (সকল)

১৬। পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৭। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা----------(সকল)।

১৮। জেলা শিক্ষা অফিসার সকল----------(সকল)।

১৯। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস তেজগাও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্তসংখ্যায় প্রকাশপূবর্ক প্রকাশিত গেজেটের ৩০০ কপি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধসহ) ।

২০। প্রোগ্রামার, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ) ।

স্মারক নং- তারিখঃ _____

অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টার একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, সচিবালয়, ঢাকা।

২। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব (শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনীতিবিষয়ক) এর একান্ত সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাও, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টার সদয় অবগতির জন্য) ।

৩। মাননীয় চেয়ারম্যান, জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটির এর একান্ত সচিব, রুম নং ৭৬৫, রোড-৭, নর্থ ওয়েষ্ট ব্লক, জাতীয় সংসদ ভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৫। অফিস কপি।

পরিশিষ্ট (ক) স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ম্যানেজিং/অর্গানাইজিং কমিটির রূপরেখা:

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সক্রিয় ম্যানেজিং/অর্গানাইজিং কমিটি গঠন করতে হবে। ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি থেকে এর অনুমোদন নিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটির মেয়াদ হবে প্রথম সভা হতে ০২ (দুই) বছর। ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি নিম্নোক্ত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে:

১. **প্রতিষ্ঠাতা সদস্য**: প্রতিষ্ঠাতা সদস্য একাধিক হলে ঐক্যমতের/ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত ১ জন

২. **সদস্য সচিব:** ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রধান পদাধিকার বলে ১ জন

৩. **দাতা সদস্য:** দাতা সদস্য একাধিক হলে সকল দাতার ঐক্যমতের/ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত ১ জন

৪. **ছাত্র/ছাত্রী অভিভাবক:** ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র ও ছাত্রী অভিভাবক সদস্যদের মধ্য থেকে ঐক্যমতের/ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত (কমপক্ষে ০১ (এক) জন মহিলা হতে হবে) ২ জন

৫. **শিক্ষক প্রতিনিধি:** শিক্ষকদের ঐক্যমতের/ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত ১ জন

৬. নিকটতম এমপিওভূক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ/সুপার ১ জন

মোট= ০৭ জন

বি.দ্র: সদস্যদের মধ্য হতে তারা আলোচনা/ নির্বাচনের মাধ্যমে ০১ (এক) জনকে সভাপতি নির্বাচন করবে।

ক. প্রতিষ্ঠাতা সদস্য: প্রতিষ্ঠাতা এমন ব্যক্তি হবেন যিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠালগ্নে নগদ সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসায় অন্তত: ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ মাত্র) টাকা দান করেন/ অথবা যিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয়ভাবে সমমূল্যের ভূমি দান করেন। প্রতিষ্ঠাতাগণ আজীবন ভোটার থাকবেন এবং প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি হিসেবে কমিটির সদস্য পদের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার যোগ্য হবেন। কোন প্রতিষ্ঠাতা মৃত্যুবরণ করলে তাঁর বৈধ ওয়ারিশগণের মধ্য হতে তাঁদের মনোনীত মতে ০১ (এক) জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হতে পারবেন।

খ. দাতা সদস্য: ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় একসঙ্গে অন্তত: ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ মাত্র) টাকার নগদ অর্থ/ আসবাবপত্র/ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সামগ্রী দান করলে যে কোন ব্যক্তি দাতা গণ্য হবেন ও আজীবন ভোটার থাকবেন এবং কোন ব্যক্তি নির্বাচনের অন্তত: ছয় মাস পূর্বে ন্যূনতম ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ মাত্র)

টাকা দান করলেও তিনি দাতা সদস্য গণ্য হবেন। তিনি ঐ নির্বাচনে ভোটার হবেন এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারবেন।

গ. ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি/অর্গানাইজিং কমিটির দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলি:

১. মান সম্পন্ন লেখাপড়া নিশ্চিত করবেন।

২. পরিশিষ্ট ক মোতাবেক ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি ম্যানেজিং কমিটি ০২(দুই) বছর মেয়াদের জন্য গঠন করতে হবে।

৩. ন্যূনতম ০৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

৪. সভাপতি ও সদস্য সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে যাবতীয় আর্থিক কার্যাবলি সম্পাদিত হবে।

৫. শিক্ষক, ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক মান সম্পন্ন টয়লেট, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. মাদ্রাসার জন্য প্রয়োজনীয় ভবনের ব্যবস্থা করবেন এবং সুযোগ থাকলে বৈদ্যুতিক সংযোগসহ বাতি ও পাখার ব্যবস্থা করবেন।

৭. সরকার ও শিক্ষা বোর্ড প্রদত্ত সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন

ঘ. সভাপতির দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলি:

১. সদস্য সচিবের সাথে আলোচনা করে সভার তারিখ ও আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করবেন।

২. সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

৩. সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

৪. শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকের সাথে প্রয়োজনে আলোচনা সভার আয়োজন করবেন।

ঙ. সদস্য সচিব এর দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলি:

১. সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করে কমিটির সভা আহ্বান করবেন।

২. সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করবেন।

৩. সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৪. মাদ্রাসার স্থাবর অস্থাবর সম্পদের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

৫. মাদ্রাসার উন্নয়ন, শিক্ষার মান উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

৬. মাদ্রাসার যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

৭. শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

৮. সময় সময়ে সরকার কর্তৃক চাহিত রিপোর্ট রিটার্ন প্রদান করবেন।

৯. কমিটি সংক্রান্ত কোন বিষয় উদ্ভব হলে উপজেলা শিক্ষা কমিটিকে অবহিত করবেন।

চ. কমিটি বিলুপ্তি ও সদস্য পদ বাতিল:

১. কমিটির সভাপতি/সদস্য সচিব/সদস্য মাদ্রাসার স্বার্থ পরিপন্থি কোন কর্মকান্ডে লিপ্ত হলে;

২. কোন ফৌজদারী অপরাধে দন্ড প্রাপ্ত হলে;

৩. দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, অযোগ্য প্রমাণিত হলে;

৪. সদস্যপদ/ কমিটি বাতিল/ বিলুপ্ত করতে হলে কমপক্ষে ৩০ দিনের কারণ দর্শানোর নোটিশ দিতে হবে;

৫. রাষ্ট্র বিরোধী কোন কর্মকান্ডে জড়িত হলে।

পরিশিষ্ট (খ) স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার এডহক কমিটির রূপরেখা:

১. প্রতিষ্ঠাতা সদস্য/দাতা সদস্য -আহবায়ক

২. অভিভাবক সদস্য ৩ জন (কমপক্ষে ১ জন মহিলা হতে হবে) - সদস্য

৩. ইবতেদায়ী প্রধান শিক্ষক - সদস্য সচিব

এডহক কমিটির দায়িত্বাবলী, ক্ষমতা, বিলুপ্তি এবং সদস্য পদ বাতিল ইত্যাদি ম্যানেজিং কমিটি/অর্গানাইজিং কমিটির অনুরুপ হবে। উপজেলা/থান শিক্ষা কমিটি প্রয়োজনে এডহক কমিটি বাতিল করে নতুন এডহক কমিটি গঠন করতে পারবে। প্রয়োজনে কোন সদস্য অপসারণ করে নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করতে পারবে।

পরিশিষ্ট (গ) উপজেলা/থানা ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি:

মাদ্রাসা ম্যানেজিং/অর্গানাইজিং কমিটির অনুমোদন, মাদ্রাসা স্থাপন, পাঠদানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি, মাদ্রাসা পরিদর্শন ও লেখাপড়ার মানোন্নয়ন, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান বিষয়ে তদারকি, বেতন-ভাতাদি/অনুদান প্রাপ্তির সুপারিশসহ সার্বিক দায়িত্ব পালনের জন্য নিম্নরূপে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপজেলা/থানা ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি থাকবে।

কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠিত হবে:

ক. উপজেলা নির্বাহী অফিসার -সভাপতি
(মহানগর এলাকার জন্য জেলা প্রশাসক/জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি);

খ. উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার; - সদস্য সচিব

গ. উপজেলা/ থানা এলাকার এমপিওভুক্ত ইবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রধান/ মাদ্রাসার সুপার/ অধ্যক্ষ
(উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত); - ২ জন সদস্য

ঘ. স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি
(উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত); -১ জন সদস্য

পরিশিষ্ট (ঘ) শিক্ষক/কর্মচারি নিয়োগ কমিটি:

ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক/কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে নিম্নে বর্ণিত ০৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি থাকবে। কমিটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে শিক্ষক/কর্মচারি নিয়োগ করবেন এবং নিয়োগের জন্য মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি/অর্গানাইজিং কমিটিকে সুপারিশ করবেন। মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি/অর্গানাইজিং কমিটি সুপারিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচিত প্রার্থীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

ক. কমিটির রূপরেখা:

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার/মহানগর এলাকার জন্য জেলা প্রশাসক/জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি -সভাপতি

২. সংশ্লিষ্ট ইবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক -সদস্য সচিব

৩. উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার - সদস্য

৪. উপজেলা/থানা এলাকার এমপিওভুক্ত ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রধান শিক্ষক / মাদ্রাসার সুপার/অধ্যক্ষ (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য

৫. সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি -সদস্য

উল্লেখ্য যে, ইবতেদায়ী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজেলা / থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সদস্য সচিব থাকবেন

পরিশিষ্ট (ঙ)

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য নিয়োগ-যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বেতনস্কেল:

ক্রমিক নং	পদের নাম	নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যুনতম)	অভিজ্ঞতা ও চাকুরীতে প্রবেশের বয়সসীমা	বেতন স্কেল ও গ্রেড
০১	ইবতেদায়ি প্রধান	(১) সরকার স্বীকৃত যে কোনো বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় হতে/ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হতে ফাযিল ডিগ্রি/ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফাযিল/সমমান ডিগ্রি; অথবা (২) ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়/ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত মাদ্রাসাসমূহ হতে ফাযিল বা সমমান ডিগ্রি। (৩) পূর্বের নিয়োগকৃতরা কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে ১১ গ্রেড প্রাপ্ত হবেন।	ইবতেদায়ি মৌলভী/ ইবতেদায়ি শিক্ষক (ফাযিল সনদধারী) /ইবতেদায়ি ক্বারী পদে ০৮ (আট) বছরের অভিজ্ঞতা। অনুর্ধ্ব ৩৫ বৎসর (তবে ইনডেক্সধারীদের জন্য বয়সসীমা শিথিলযোগ্য)।	গ্রেড-১১ ১২৫০০-৩০২৩০/-
	ইবতেদায়ি শিক্ষক	(১) সরকার স্বীকৃত যে কোনো বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী অথবা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হতে ফাযিল ডিগ্রি/ সমমান ডিগ্রি; অথবা (২) ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়/ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত মাদ্রাসাসমূহ হতে ফাযিল বা সমমান ডিগ্রি। (৩) পূর্বের নিয়োগকৃতরা কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে ১৩ গ্রেড প্রাপ্ত হবেন।	অনূর্ধ্ব ৩৫ বৎসর (তবে ইনডেক্সধারীদের জন্য বয়সসীমা শিথিলযোগ্য)	গ্রেড-১৩ ১১০০০-২৬৫৯০/-

ক্রমিক নং	পদের নাম	নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যুনতম)	অভিজ্ঞতা ও চাকুরীতে প্রবেশের বয়সসীমা	বেতন স্কেল ও গ্রেড
০৩	ইবতেদায়ি মৌলভী	(১) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হতে ফাযিল ডিগ্রি/ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফাযিল/সমমান ডিগ্রি; অথবা (২) ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়/ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত মাদ্রাসাসমূহ হতে ফাযিল বা সমমান ডিগ্রি। (৩) পূর্বের নিয়োগকৃতরা কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে ১৩ গ্রেড প্রাপ্ত হবেন।	অনূর্ধ্ব ৩৫ বৎসর (তবে ইনডেক্সধারীদের জন্য বয়সসীমা শিথিলযোগ্য)	গ্রেড-১৩ ১১০০০-২৬৫৯০/-
০৪	ইবতেদ্বায়ী ক্বারী	(১) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হতে দাখিল মুজাব্বিদ ও আলিম মুজাব্বিদ মাহিরসহ ফাযিল ডিগ্রি। (২) ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়/ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত মাদ্রাসাসমূহ হতে ফাযিল বা সমমান ডিগ্রি। (৩) পূর্বের নিয়োগকৃতরা কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে ১৩ গ্রেড প্রাপ্ত হবেন।	অনূর্ধ্ব ৩৫ বৎসর (তবে ইনডেক্সধারীদের জন্য বয়সসীমা শিথিলযোগ্য)	গ্রেড-১৩ ১১০০০-২৬৫৯০/-
০৫	অফিস সহায়ক নৈশ প্রহরী	(১) জে.ডি.সি/জে.এস.সি/সমমান	অনূর্ধ্ব ৩৫ বৎসর (তবে সমপদের ইনডেক্সধারীদের জন্য বয়সসীমা শিথিলযোগ্য)	গ্রেড-২০ ৮২৫০-২০০১০/-

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুর্ধ্ব বয়স ৩৫ বৎসর তবে সমপদে ইনডেক্সধারীদের জন্য বয়সসীমা শিথিলযোগ্য। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোটা অনুসরনীয়।